বরাবরে,
প্রধানমন্ত্রী
গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

বিষয় :লেখিকা তাসলিমা নাসরিন কে দেশে প্রত্যাবর্তন করানোর আবেদন।

মাননীয় নেত্রী,

বড় কষ্ট নিয়ে আপনাকে লিখছি। আমাদের এ দেশ থেকে মুক্তমনা লেখিকা তাসলিমা নাসরীনকে মৌলবাদী ও উগ্রপন্থীদের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য ৯৪ সালে দেশের বাইরে পাঠিয়েছেন। কোন্ কারনে কোন অধিকার বলে আজো তাকে দেশে আসার অনুমতি দেয়া হচ্ছে না ? এ দেশের একজন স্বাধীন নাগরিক হিসেবে তাঁরও পুর্ণ অধিকার আছে এ দেশে বসবাস করার। আমরা জানি আমাদের দেশ গনতান্ত্রিক দেশ, যদি তাই হয় তবে বাক্ স্বাধীনতা একজন লেখকের বা ব্যক্তির গনতান্ত্রিক অধিকার।

আর গনতান্ত্রিক দেশে ধর্ম হবে ব্যক্তিক। এখানে লেখিকা ব্যক্তিগতভাবে নিজ ধর্মবিশ্বাস নিয়ে লেখার পুর্ণ অধিকার রাখে। তা ছাড়াও মানবতাবাদী লেখিকা যেখানে দেখেছেন মানবতা লংঘিত হচ্ছে সেখানেই তিনি সোচ্চার হয়ে তার মশীরুপ কলম নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন, হয়তো তাঁর লেখাকে পুঁজি করে অন্যদেশের মৌলবাদীরা কিছু ফায়দা লুটেছেন এতে তো লেখিকার কোন দোষ আমরা দেখতে পাচ্ছি না। আরো অনেকেই এ ধরনের মানবতাবাদ বা নারীবাদের পক্ষে লিখেছেন। আর নারীবাদের পক্ষে লিখতে গেলে কিন্তু অনেক সময় ধর্মগ্রন্থকে আঘাত করেই লিখতে হয়, আর এই কারনেই যখন ধর্মগ্রন্থকে অলৌলিক নয় পুরুষ কর্তৃক রচিত বলা হয় তখন কেউবা সজ্ঞানে আর কেউবা অজ্ঞানে এ লেখার প্রতিবাদ করে । অনেক জ্ঞানী পন্ডিত ধর্মকে আঘাত দিয়ে তাদের মন্তব্য লিখেছেন, তাদের তো দেশ ছাড়তে হয়নি? কিন্তু তাসলিমা নাসরিন যেহেতু নারী তাই তাকেই এ মৌলবাদে আক্রান্ত দেশ থেকে কত অপমান আর লাঞ্চনা নিয়ে নিরবে যেতে হলো। এমনকি তাকে ফিরিয়ে আনার জন্য সরকারী ভাবে কোন পদক্ষেপই নেয়া হচ্ছে না। আমরা কোন যুগে আছি এখনো ? যে দেশে নারী দেশ পরিচালনা করার মত কঠিন দায়িত্বে নিয়োজিত সেই দেশে নারীর কথা বলার কোন স্বাধীনতা থাকবে না এটা কিভাবে সম্ভব ? অনেক শিক্ষিত জ্ঞানী-গুণীরাই এখন প্রচলিত ধর্মের এই অসারতা কে বর্জন করেছেন,এ ব্যাপারে মতামত ও প্রকাশ করছেন কিন্তু কই তাদের তো দেশ থেকে নির্বাসন দেয়া হচ্ছে না। তারা যা বলেন তা নিয়ে প্রতিবাদ করার সাহস তাঁদের নেই কারন তাঁরা পুরুষ । কেউ কেউ যে করছে না তা নয় তবে তাসলিমা যে

নারী সেটাই তার অপরাধ , আমাদের দেশের ৮০% নারী এখনো পুরুষতন্ত্রের রক্ষক। কারন যুগ যুগ ধরে যে বিশ্বাস তারা লালন-পালন করে এসেছে তাকে জীবন থেকে দুর করার মত শিক্ষা পরিবার , সমাজ বা রাষ্ট্র দেয় না। আমরা এখানে নারী নেত্রীর ছত্রছায়ায় থেকেও পরুষতন্ত্রের শিকার হচ্ছি প্রতিনিয়ত কিন্তু এটাকে আমাদের নিয়তি বলে মানিয়ে নিতে বাধ্য করছে ধর্ম।

আমরা চাই আমাদের দেশ থেকে নারীপুরুষ বৈষম্য দুর করে ধর্মনিরপেক্ষ দেশ হিসেবে এ দেশকে গড়ে তুলতে। আর বর্তমান সরকার যেহেতু নারী তাকেই শুরু করতে হবে এ কাজ। আর তাই আপনার কাছে বিনীত অনুরোধ জানাই আর পুতুলের জীবন যাপন না করে নিজ বিচার বুদ্ধি দিয়ে দেশ পরিচালনা করুন।

সবাইকে নিজ দেশে নাগরিক দায়িত্ব দান করে ভবিষ্যতের জন্য ভাল কোন অবদান রেখে যাওয়ার সুযোগ গ্রহন করে নিজেকে একজন মুক্তমনা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করুন। তাসলিমা নাসরিনকে তাঁর নাগরিক অধিকার ফিরিয়ে দিয়ে আবার স্বসম্মানে দেশে প্রত্যাবর্তন করার সুযোগ দিন এবং দেশের নাগরিক হিসেবে নির্ভয়ে বাস করবার মত পরিবেশ সৃষ্টি করুন ।

নিবেদক
বেনু অধিকারী
ঢাকা
বাংলাদেশ
১৫/৭/০৪